**“জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নিয়োগ বিধিমালা,২০১৪”**

“প্রজ্ঞাপন”

তারিখঃ

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন-**

(১) এই বিধিমালা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট বিধিমালা,২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞা- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্হী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-**

(১) “ইনষ্টিটিউট” বলিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর অধীন স্থাপিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট’কে বুঝাইবে;

(২) “মহাপরিচালক” বলিতে ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক’কে বুঝাইবে;

(৩) “তফসিল” বলিতে এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল’কে বুঝাইবে;

(৪) “ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” বলিতে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন কর্মকর্তা’কে বুঝাইবে;

(৫) “পদ” বলিতে তফসিলে উল্লেখিত কোন পদ/পদসমূহ’কে বুঝাইবে;

(৬) “প্রয়োজনীয় যোগ্যতা” বলিতে সংশ্লিষ্ট পদের জন্য উল্লেখিত যোগ্যতা’কে বুঝাইবে;

(৭) “শিক্ষানবীশ” বলিতে কোন পদে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি’কে বুঝাইবে;

(৫) “সদস্য” বলিতে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য’কে বুঝাইবে;

(৬) “প্রবিধান” বলিতে এই বিধির আধীন প্রণীত প্রবিধান’কে বুঝাইবে;

(৭) “সচিব” বলিতে এই ইনষ্টিটিউট এ পরিচালনা বোর্ড এর সচিব’কে বুঝাইবে; এবং

(৮) “ বিধিমালা বলিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা’কে বুঝাইবে।

**৩। নিয়োগ পদ্ধতি**- (১) তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে কোন পদে নিম্ন বিধৃত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা হইবেঃ-

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে, এবং সরাসরি নিয়োগ- ক্ষেত্রে, তাঁহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হয়। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে অধিদপ্তরের কোন পদে এডহক ভিত্তিতে বা কোন প্রকল্পে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে উক্ত পদে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাহার সর্বোচ্চ বয়সসীমা শিথিল করা যাইতে পারে।

৪। কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন;

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেণ অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিব্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

**৫। কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি-**

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরুপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরুপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরুপে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজন্সীর মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা না যায় যে, প্রাজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

৬। কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি-

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন?? কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ফি’সহ যথাযথ ফরম বা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন;

(খ) সরকারী চাকরি বিংবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে স্বীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৭। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ-

(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই/নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ৩য় শ্রেণী হইতে ২য় শ্রেণী এবং ২য় শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণীর পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবেঃ

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

**৮। শিক্ষানবিশী।**

(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোন পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবীশী স্তরে-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য, এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরুপ নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য, নিয়োগ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবীশীর মেয়াদ এইরুপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবীশের শিক্ষানবীশীর মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে তাহার আচরন ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবীশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন;

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাঁহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবীশীর মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ সম্পূর্ন হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে শিক্ষানবীশীর মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবীশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তা হইলে (৪) উপ-বিধির বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবেন, এবং

(খ) যদি মনে করেন যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবীশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ।–

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে , তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৪) কোন শিক্ষানবীশকে কোন নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সরকারী আদেশবলে সময়ে সময়ে যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি পাশ করেন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।